25

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 MAY [illegible]
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বরিশাল বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার হালঅবস্থা

নানা কারণে বিভাগের ৬টি জেলায় প্রতি বৎসর প্রায় ২ লক্ষ শিশু স্কুলে ভর্তি হয় না

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা ।। দারিদ্র্য, শিক্ষার প্রতি অসচেতনতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ নানা কারণে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলায় এই বছর প্রায় ২ লক্ষ শিশু স্কুলে ভর্তি না হইয়া শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

বরিশাল বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক জরিপে জানা যায়, এই বিভাগের ৬টি জেলায় স্কুলে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার ১২৭ জন। গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত স্কুলে ভর্তি হইয়াছে ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার ২২৩ জন। বাকী ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৭৪ জন স্কুলে আদৌ ভর্তি হয় নাই। জেলাগুলি হইতেছে বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, ঝালকাঠী, পিরোজপুর। স্কুলে ভর্তি হয় নাই এই ধরনের শিশুর সংখ্যা বরিশাল জেলায় ৬২,২৫৬, পটুয়াখালীতে ১৮,১০৪, ভোলাতে ৫৩,২২১, বরগুনায়-৯,৬২২, ঝালকাঠিতে ১,৮৮৫ এবং পিরোজপুর জেলায় ৩২,৩৭৬ জন।

জরিপ তথ্যে স্কুলে ভর্তি না

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

বরিশাল বিভাগের

(৩য় পৃঃ পর)

হওয়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে—অভিভাবকদের আর্থিক দৈন্যতা, নিরক্ষর অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি অসচেতনতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে রোগাক্রান্ত শিশু। দক্ষিণাঞ্চলের [illegible] জেলাগুলির অধিকাংশই চরবেষ্টিত দুর্গম এলাকা। যোগাযোগ ব্যবস্থাও মান্ধাতা আমলের। গ্রাম-গঞ্জে এখনও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া না উঠায় শিশুরা খাল-বিল-নালার উপর নির্মিত ভাঙ্গা বাঁশের সাঁকো আর কাঠের তৈরী জরাজীর্ণ পুল পার হইয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়া স্কুলে যাইতে চায় না।

চরবেষ্টিত দুর্গম জেলাগুলির ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবন-যাপন করে। সাগর ও নদীর তীরবর্তী লোকের জাল আর নৌকা জীবন ধারণের অবলম্বন। মৎস্য শিকার ও মাছ ব্যবসা তাহাদের পেশা। শিক্ষার প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শিশুর ৬ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই মৎস্য শিকারে নৌকায় নিয়া যাওয়া হয়। বিশেষ করিয়া পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা জেলার সাগর ও নদীর তীরবর্তী একটি শিশু বাগদা ও গলদা পোনা সংগ্রহ করিয়া দৈনিক ১০০ হইতে [illegible] টাকা পায়। ফলে ঐ অভিভাবক শিশুকে আর স্কুলে পাঠায় না। প্রত্যন্ত গ্রামে গরীব শিশুরা অধিকাংশই পুষ্টিহীনতায় ভুগিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ফলে রোগাক্রান্ত শিশুরা দীর্ঘ মেয়াদী অসুস্থতার কারণে স্কুলে ভর্তি হয় না।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ৬টি জেলায় ৮৭টি ইউনিয়নে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,২০,৪২৩ জন শিশু এবং ১,৮৮,৮৯৭টি পরিবার সুবিধা ভোগ করিয়াছে। খাদ্য কর্মসূচীর স্কুলগুলিতে গমের লোভে ভর্তির হার শতকরা ৯৩ ভাগ থাকিলেও স্কুলে গড় উপস্থিতি শতকরা ৭৫ ভাগের নীচে। বহু শিশু স্কুলে নাম রাখিয়া গম নেয়, পাশাপাশি শ্রম বিক্রি করে। রিকশা চালায়, ইট ভাংগে এবং মাছ বিক্রি করে। গম বিতরণের দিন স্কুলে গিয়া গম নিয়া আসে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্পভুক্ত স্কুলগুলিতে শিক্ষকেরা লেখাপড়ার চাইতে গমের তালিকা তৈরী ও বিতরণের কাজে ব্যস্ত থাকেন বেশী। ফলে শিশুদের পাঠদান ব্যাহত হয়। গম বিতরণের দায়িত্ব স্কুল ম্যানেজিং কমিটির। কিন্তু কমিটি শিক্ষক দ্বারা কাজটি করাইয়া নেয়।